(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে উক্তরূপ তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কিংবা, ক্ষেত্রমত, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৬) উপ-ধারা (২) বা (৪) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোন তদন্তকার্য সম্পন্ন না করার ক্ষেত্রে, তৎসম্পর্কে ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কিংবা, ক্ষেত্রমত, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষ যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তাই দায়ী, তাহা হইলে উহা দায়ী ব্যক্তির অদক্ষতা বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই অদক্ষতা তাহার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকুরী বিধিমালা অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।"।

২০০২ সনের ৩৩নং আইন

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১১ই এপ্রিল, ২০০১ ইং মোতাবেক ২৮শে চৈত্র, ১৪০৭ বাং তারিখে বলবৎ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **২০০১ সনের ১৬নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) সরকার, তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির জেলাওয়ারী তালিকা প্রস্তুত করিয়া, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রকাশ করিবে।"

৩। **২০০১ সনের ১৬নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তি জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে এবং তিনি প্রচলিত আইন অনুযায়ী উহা ইজারা প্রদান করিবেন।"

২০০২ সনের ৩৪নং আইন

Bangabandhu Award Fund Ordinance, 1976 এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে Bangabandhu Award Fund Ordinance, 1976 (LXXXVII of 1976) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই আইন The Bangabandhu Award Fund (Amendment) Act, 2002 নামে অভিহিত হইবে।

২। **Ordinance LXXXVII of 1976 এর সংশোধন।**—Bangabandhu Award Fund Ordinance, 1976 (LXXXVII of 1976), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এর Long title এবং section 1 সহ সর্বত্র "Bangabandhu" শব্দ যেখানেই উল্লিখিত হউক না কেন, এর পরিবর্তে "National Agriculture" শব্দ দুইটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **Ordinance LXXXVII of 1976 এর section 4 এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর section 4 এর clause (aaa) এর পর নিম্নরূপ নূতন clause (aaaa) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(aaaa) two members of Parliament to be nominated by the Government"।

কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ

সচিব।

আবদুল মালেক, উপ-নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।